অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২০

কতিপয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু কতিপয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং পরিধি:- (১) এই আইন অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২০ নামে অবিহিত হইবে;

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) **"অত্যাবশ্যক পরিষেবা"** বলিতে-

(১) যেকোন প্রকার ডাক, ইন্টারনেট, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ পরিষেবাসহ এই সকল পরিষেবার সহিত সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ কাজের সহিত সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(৩) রেলওয়ে পরিষেবা অথবা স্থল, জল বা আকাশপথে যাত্রী বা পণ্য পরিবহন পরিষেবাসমূহ যেসকল বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রহিয়াছে;

(৪) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত পরিষেবাসমূহ, অথবা বিমান পরিচালনা, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ (২০১৭ সালের ৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের যেকোন পরিষেবা;

(৫) স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দরে পণ্য বোঝাই করা, খালাস করা (লোডিং-আনলোডিং), স্থানান্তারিত করা বা মজুদ করাসহ এই সকল বন্দরের বা বন্দর সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(৬) কাস্টম্সের মাধ্যমে কোন পণ্য বা যাত্রীর ছাড়পত্র প্রদান সম্পর্কিত, অথবা চোরাচালান প্রতিরোধ সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(৭) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোন পরিষেবা অথবা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(৮) প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পণ্য বা মালপত্র উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(৯) খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঞ্চয়, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিযুক্ত সরকারি মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(১০) সরকারি মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন বা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, অথবা হাসপাতাল বা ডিসপেনসারির সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(১১) ব্যাংকিং সম্পর্কিত যেকোন প্রকার পরিষেবা;

(১২) কয়লা, বিদ্যুৎ, স্টিল বা সার উৎপাদন, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা;

(১৩) কোন তেলক্ষেত্র বা শোধনাগার, অথবা পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাতীয় পদার্থ উৎপাদন, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা;

(১৪) টাকশাল বা নিরাপত্তামূলক মুদ্রণ কাজের সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা;

(১৫) প্রজাতন্ত্রের কাজের সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা যাহা পূর্বোক্ত কোন উপ-দফায় বর্ণিত হয়নি;

(১৬) কৃষি উৎপাদন কাজের জন্য অত্যাবশ্যক কোন সার বা পদার্থ উৎপাদন কাজের সহিত সম্পর্কিত কোন পরিষেবা;

(১৭) যেসকল বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিয়াছে, এবং সরকারের বিবেচনা মোতাবেক যেসকল বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে জনউপযোগমূলক পরিষেবা, জননিরাপত্তা বা কোন দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, অথবা দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হইবে, সেসকল বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবাকে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(খ) **"চাকুরি"** বলিতে বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, বেতনসহ বা অবৈতনিক এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেকোন প্রকার চাকুরি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) **"বে-আইনি ধর্মঘট"** বলিতে এমন ধর্মঘট বুঝাইবে যা এই আইনের বিধান খেলাপ করিয়া ঘোষণা বা শুরু করা হয় বা অব্যাহত রাখা হয়:

(ঘ) **"বে-আইনি লক-আউট"** বলিতে এমন লক-আউট বুঝাইবে যা এই আইনের বিধান খেলাপ করিয়া ঘোষণা বা শুরু করা হয় বা অব্যাহত রাখা হয়;

(ঙ) **"বে-আইনি লে-অফ"** বলিতে এমন লে-অফ বুঝাইবে যা এই আইনের বিধান খেলাপ করিয়া ঘোষণা বা শুরু করা হয় বা অব্যাহত রাখা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (১৭) এর অধীন জারিকৃত প্রতিটি নোটিফিকেশন জারি করার পর সংসদ অধিবেশন চলমান থাকিলে অবিলম্বে সংসদে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকিলে পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই উপস্থাপন করিতে হইবে। জারিকৃত নোটিফিকেশনটি সংসদে উপস্থাপন করার দিন থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর, অথবা সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকার ক্ষেত্রে পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর, যাহা প্রযোজ্য হয়, তাহা কার্যকর থাকিবে না, যদি না ইতোমধ্যে গেজেট নোটিফিকেশনটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩। যেসকল চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য: (১) এই আইন সকল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন চাকুরি এবং এই আইনে সংজ্ঞায়িত অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সকল চাকুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং উপধারা (২) এর বিধানসাপেক্ষে সরকার যেসকল চাকুরি বা যেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য মর্মে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করিবে সেসকল চাকুরি বা সেসকল শ্রেণির চাকুরির জন্য এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোন চাকুরি বা কোন শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন ঘোষণা দেওয়া যাইবে না, যদি না সরকারের নিকট ইহা প্রতিয়মান হয় যে এইরূপ চাকুরি বা এইরূপ শ্রেণির চাকুরি নিম্নবর্ণিত যেকোন কারণে অত্যাবশ্যক;

(ক) প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা বা বাংলাদেশ বা ইহার কোন অংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; অথবা

(খ) দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক সরবরাহ বা পরিষেবার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ঘোষণা ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে যাহা সরকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অনধিক ০৬ (ছয়) মাস করিয়া পরবর্তীতে বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৪। কতিপয় চাকুরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করার আদেশ দানের ক্ষমতা: (১) যেকোন সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন চাকুরি, এবং ধারা ৩ এর অধীন ঘোষিত যেসকল চাকুরি বা যেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য সেসকল চাকুরি বা সেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে সরকার অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এইরূপ চাকুরিতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উক্ত আদেশে বর্ণিত এলাকা বা এলাকাসমূহ ত্যাগ করা হইতে বিরত রাখিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকার বা আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার বিবেচনামতে যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট সর্বাধিক পৌঁছায় সেই প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

৫। কতিপয় চাকুরিতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা: (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে কোন ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক বা যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট আদেশে বর্ণিত যেকোন অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারের বিবেচনামতে যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট সর্বাধিক পৌঁছাইবে সেই প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, কিন্তু সরকার যদি সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে এইরূপ আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক বা যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে সরকার অনুরূপ আদেশ দ্বারা ইহার মেয়াদ পুনরায় অনধিক ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ জারি করা হইলে-

(ক) যেসকল অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে আদেশটি প্রযোজ্য সেসকল পরিষেবায় চাকুরিরত কোন ব্যক্তি ধর্মঘট শুরু করিবে না বা চালাইয়া যাইবে না;

(খ) এইরূপ আদেশ জারি হইবার পূর্ববর্তী সময় বা পরবর্তীসময়ে অত্যাবশ্যক পরিষেবায় চাকুরিরত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন ধর্মঘট ঘোষণা করা হইলে বা শুরু করা হইলে তাহা বে-আইনি হইবে।

৬। কতিপয় প্রতিষ্ঠানে লক-আউট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা: (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে কোন প্রতিষ্ঠানে লক-আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক বা যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট আদেশে বর্ণিত অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানকারী যেকোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক-আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারের বিবেচনামতে যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট সর্বাধিক পৌঁছাইবে সেই প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, কিন্তু সরকার যদি সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে এইরূপ আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক বা যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে সরকার অনুরূপ আদেশ দ্বারা ইহার মেয়াদ পুনরায় অনধিক ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ জারি করা হইলে-

(ক) যেসকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আদেশটি প্রযোজ্য সেইসকল প্রতিষ্ঠানের মালিক কোন লক-আউট ঘোষণা বা শুরু করিবে না;

(খ) আদেশটি প্রযোজ্য হয় এমন প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক আদেশটি জারি হইবার পূর্ববর্তীসময় বা পরবর্তীসময়ে কোন লক-আউট ঘোষণা বা শুরু করা হইলে তাহা বে-আইনি হইবে।

(৫) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক এই ধারার অধীন বে-আইনি কোন লক-আউট শুরু করিলে বা চালাইয়া গেলে বা উহাকে অগ্রসরণের জন্য কোন কাজ করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। কতিপয় প্রতিষ্ঠানে লে-অফ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা: (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক লে-অফ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক বা যুক্তিযক্ত, তাহা হইলে সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট আদেশে বর্ণিত অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানের সহিত সম্পর্কিত যেকোন প্রতিষ্ঠানে, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বল্পতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে (বদলি অথবা সাময়িক শ্রমিক ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের মাস্টার রোলে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এমন কোন শ্রমিক লে-অফ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারের বিবেচনামতে যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট সর্বাধিক পৌঁছাইবে সেই প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, কিন্তু সরকার যদি সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে এইরূপ আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক বা যুক্তিযক্ত, তাহা হইলে সরকার অনুরূপ আদেশ দ্বারা ইহার মেয়াদ পুনরায় অনধিক ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ জারি করা হইলে-

(ক) যেসকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আদেশটি প্রযোজ্য সেসকল প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রতিষ্ঠানের মাস্টার রোলে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এমন কোন শ্রমিক (বদলি অথবা সাময়িক শ্রমিক ব্যতীত) লে-অফ করিবে না, অথবা লে-অফ চালাইয়া যাইবে না যদি না এইরূপ লে-অফ বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বল্পতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে করা হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বল্পতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে লে-অফ করা বা লে-অফ চালাইয়া যাওয়া বে-আইনি হইবে;

(খ) কোন শ্রমিককে দফা (ক) এর বিধান মোতাবেক বে-আইনিভাবে লে-অফ করা হইলে, প্রযোজ্য আইনের বিধান মোতাবেক তিনি সকল সুযোগ-সুবিধা পাইবেন যাহা তিনি লে-অফ না হইলে পাইতেন।

(৫) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক এই ধারার অধীন বে-আইনিভাবে কোন শ্রমিককে লে-অফ করিলে বা লে-অফ চালাইয়া গেলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৮। কতিপয় চাকুরিতে আদেশ অমান্য করার শাস্তি: (১) এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন চাকুরি বা কোন শ্রেণির চাকুরিতে নিযক্ত কোন ব্যক্তি-

(ক) উক্ত চাকুরিতে নিযুক্ত অন্যের সহিত সংঘবদ্ধভাবে বা কোন যৌথ উদ্দেশ্যে অথবা এককভাবে চাকুরি চলাকালে প্রদত্ত কোন আইনসংগত বা যুক্তিসংগত আদেশ অমান্য করিলে, অথবা এইরূপ কোন আদেশ অমান্য করার জন্য অন্য কাউকে প্ররোচিত করিলে অথবা কাজ করিতে বা কাজ চালাইয়া যাইতে অস্বীকার করিলে; অথবা

(খ) কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত চাকুরি পরিত্যাগ করিলে বা কাজে অনুপস্থিত থাকিলে; অথবা

(গ) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত কোন আদেশ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত কোন স্থান হইতে উক্ত আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করিলে,

এবং, ধারা ৩ এর অধীন ঘোষিত যেসকল চাকুরি বা যেসকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য সেসকল চাকুরি বা সেসকল শ্রেণির চাকুরিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির মালিক যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত-

(ক) উক্ত ব্যক্তির চাকুরির অবসান করিলে, অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত রহিয়াছে সেই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া উক্ত ব্যক্তির চাকুরির অবসান করিলে,

এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১। চাকুরিতে অব্যাহত থাকিলে শারীরিকভাবে অধিকতর বিপদের সম্মুখিন হইবে, কোন ব্যক্তির এই প্রকার আশঙ্কা দফা (খ) এর অধীন যুক্তিযুক্ত কারণ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

ব্যাখ্যা ২। কোন ব্যক্তি তাহার মালিককে নোটিশ প্রদান করিয়া চাকুরি হইতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করিতে পারিবে মর্মে তাহার চাকুরির চুক্তিতে বর্ণিত বা অবর্ণিতভাবে যে শর্তই থাকুক না কেন, তিনি তাহার মালিকের পূর্বসম্মতি ব্যতীত এইরূপভাবে চাকুরি হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিলে, দফা (খ) এর অধীন চাকুরি পরিত্যাগ করিয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোন অপরাধ করিলে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধকারী কোন কোম্পনি বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য বর্ণিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারে যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতে হইয়াছে, অথবা তিনি অপরাধটি রোধ করিবার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করিয়াছে।

৯। বে-আইনি ধর্মঘটের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: (ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বে-আইনি কোন ধর্মঘট শুরু করিলে বা চালাইয়া গেলে বা কোন অন্য কোন প্রকারে এইরূপ কোন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিলে; অথবা

(খ) অন্য কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন ধর্মঘট শুরু করিতে বা চালাইয়া যাইতে বা অন্য কোন প্রকারে অংশগ্রহণ করিতে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে,

তাহার চাকুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্ত মোতাবেক অন্য অপরাধের জন্য যে বিধান অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে বরখাস্তসহ শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেই একই বিধান অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে বরখাস্তসহ যেকোন শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১০। বে-আইনি ধর্মঘটের দন্ড: (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বে-আইনি কোন ধর্মঘট শুরু করিলে, বা চালাইয়া গেলে বা অন্য কোন প্রকারে এইরূপ কোন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বে-আইনি কোন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণের জন্য, অথবা অন্য কোনভাবে উহাকে অগ্রসরণের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিলে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বে-আইনি কোন ধর্মঘট অগ্রসরণের জন্য অথবা তাহা সমর্থন করিবার জন্য জ্ঞাতসারে উহার জন্য অর্থ খরচ বা সরবরাহ করিলে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদ-ে, অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১১। বে-আইনি লক-আউটের দন্ড: (১) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক এই আইনের অধীন বে-আইনি কোন লক-আউট শুরু করিলে বা চালাইয়া গেলে বা অন্য কোনভাবে উহাকে অগ্রসরণের জন্য কাজ করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১২। বে-আইনি লে-অফের দন্ড: (১) কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক কোন শ্রমিককে এই আইনের অধীন বে-আইনিভাবে লে-অফ করিলে বা লে-অফ অব্যাহত রাখিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১৩। কার্যক্রম: (১) এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন কোন অপরাধ আমলযোগ্য হইবে।

(৩) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচার করিবেন না; এবং

(খ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারকালে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার কার্য করিতে পারিবে।

১৪। অপরাধে সহায়তা বা প্ররোচনা: কোন ব্যক্তি এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন চাকুরি বা এমন শ্রেণির কোন চাকুরিতে নিযক্ত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিতে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে, অথবা এইরূপ কোন অপরাধমূলক কর্মকা- ঘটানোর জন্য জ্ঞাতসারে উহার জন্য অর্থ খরচ বা সরবরাহ করিলে, বা অন্য কোনভাবে উৎসাহিত করিলে, তিনি একই অপরাধ করিয়াছেন মর্মে বিবেচিত হইবেন।

১৫। আইনের প্রাধান্য: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানবলি প্রাধান্য পাইবে।

১৬। আইনগত কার্যধারার উপর বাধা-নিষেধ: এই আইন, বিধি, প্রবিধান বা স্কিমের অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য অভিষ্ট কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৭। সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করিবার দায়বদ্ধতা আরোপকারী আইনের রক্ষণ: এই আইন, অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন ঘোষণা বা আদেশে বর্ণিত কোন কিছুই আপাতত বলবৎ কোন আইনের এমন কোন বিধান খর্ব করিবে না, যাহার অধীন এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন চাকুরি বা এমন শ্রেণির কোন চাকুরিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে কাজ করিতে, বা সামরিক বাহিনীর চাকুরিতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। ১৯৫২ সালের ৫৩ নং আইন এবং ১৯৫৮ সালের ৪১ নং অর্ডিনেন্স রহিতকরণ এবং হেফাজত: (১) এতদ্দ্বারা "The Essential Services (Maintenance) Act 1952" এবং "The Essential Services (Second) ordinance, 1958 (East Pakistan Ordinance) (Ordinane No. XLI of 1958)" রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত আইন সমূহের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, জারিকৃত কোন বিজ্ঞপ্তি, কৃত কোন কাজ-কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা অথবা শুরুকৃত কোন কার্যধারা এই আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে যেরূপ বিধানের অধীন কার্যকর ছিল তাহা সেইরূপ বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন প্রণীত, জারিকৃত, কৃত, গৃহীত বা শুরুকৃত হইয়াছে বলিয়া এইরূপে গণ্য হইবে যেন যখন ঐ সকল আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, বিজ্ঞাপ্তি জারি করা হইয়াছিল, কাজকর্ম কৃত হইয়াছিল, ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল অথবা কার্যধারা শুরু করা হইয়াছিল তখন এই আইন বলবৎ ছিল।

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ: (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৯.০৭.২০২০
ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র সহকারী সচিব
আইন শাখা (অতি. দায়িত্ব)